ছমিনুল চাচার বস্তুমূলক গণসাঁতার

দিলীপ বাগচী

সেদিন প্রায় সাতসকালেই, অর্থাৎ হাট বসিবার ঘন্টা দুই পূর্বেই আমাদের হাটতুতো চাচা ছমিনুল মিঞা একটি খাঁকী ইজের ও সাদা স্যান্ডো গেঞ্জী পরিয়া তালে তালে দৌড়াইতে দৌড়াইতে চনা বগীর চায়ের দোকানের সম্মুখে আসিয়া থামিল। পিছন পিছন আরো কয়েকটি কিশোর ও তরুণ, প্রত্যেকের পরিধানে খেলিবার শর্টস ও সাদা স্যান্ডো গেঞ্জী, একই ছন্দে দৌড় শেষ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চাচা তুমিই জিতলে !" ছমিনুল মিঞা যে চাচা হিসাবে সার্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে, বুঝা গেল। চাচা হাস্য বদনে সকলের দিকে চোখ বুলাইয়া উদার কণ্ঠে ঘোষণা করিল, "নে চনা, সম্মাইকে একটা করে টক্ চা আর দু'খুন করে টিপিন উডি (টিফিন রুটি) দে। বাব্বাঃ সুজা কতা ! সেই গাঁ হোনে লাগাড়ে (একটানা) না থেমি দৌড়ে আসচি।"

ততক্ষণ দোকানের সামনে যথেষ্ট হাটুরিয়া সমাগম ঘটিয়াছে। চাচা হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসন গ্রহণ করিয়া টক চা অর্থাৎ লেবু চা পান করিতে লাগিল। চাচার সর্বাঙ্গ ঝরিয়া ঘাম পড়িতেছে। 'সাইকেল হসপিটাল'-এর রজত আসিয়া বলিল, "চাচা, ইডা আবার কুন ক্যাতার 'বিল্বম' ?" চাচা আড়চোখে রজতের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "যা বুজিস নে তা নিয়ে কতা বুলিস নে।" আসর বসিতে না বসিতে মাঠে মারা যায় দেখিয়া সর্বরক্ষা করিতে রজতের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "জগিং বোঝ কি ? শরীর স্বস্থ্য ঠিক রাখতে, মেদ কমাতে, দেহটা চাঙ্গা রাখতে ডাক্তাররা ধীরে ধীরে দৌড়তে বলেন - একেই বলে জগিং। তুমি ইচ্ছে করলে ঘরের ভেতরেও করতে পার। আজকাল জগিং মেশিন বেরিয়েছে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও করতে পার।"

চাচা এবার হাসিয়া বলিল, "বলো কি বাপধন ! ডেঁড়িয়ে ডেঁড়িয়ে দৌড়নো যায় ! বলিহারি মেশিন !"

রজত বলিল, "তা, চাচা, বললেই তো মিটে যায় ল্যাঠা ! শুদুই রাগ কচ্চো।"

"আগ করবে না," চাচা উষ্মার সাথে বলে, "সব্বোদা 'বিল্বম, বিল্বম' (চাচা বিপ্লবকে বিল্বম বলে) করে পেছতে নাগিস ক্যানে ? আমি খ্যাপা না রুজবুগ (উজবুক) ? ত্যাবে হ্যাঁ, ইডাও শুনে নে, বিল্বম আর কেউরি (কাউকে) কত্তি হবে না। তার দপা নিকেশ !"

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

চনা অবাক হইয়া বলে, ''তাই নাকি চাচা, বলো কি ! তা, কাগজে মাগজে তো সে'রম কিছু দ্যাখলাম না ! তুমি কি পার্টির ভিতরেকার কতা বলছু ?''

চাচা বিজ্ঞের মত করুণামিশ্রিত কণ্ঠে কহিল, ''চনা, এই হাটতলায় বসে বসে চা-ই বেচলি, কেন্তুক যারা তোর চা খায় তাদিগে চিনবার চেষ্টা করলি নে । আরে বুরবাক, বিল্বমডা কার সাতে হবে ? বিপক্ষ পাটি কই ? কংগেছ আর আচে লাকিনি (নাকি) ?'' -- চাচা এবারে একটি গ্রাম্য ছড়া বলিল, ''যত ছিলু গাঁয়ের মদ্দি / সম্মাই হ'লু কলিমদ্দি (কোন এক প্রবল ব্যক্তি, যাহার নাম কলিমুদ্দিন, তাহার বিরোধী পক্ষ গ্রামে আর কেহই রহিল না) ! জানলে বাপধন, তুমরা ত্যাকুন মুনে হয় খুবই ছোটু ! দ্যাশে নাগলু মালোয়ারী জ্বর ! যে বাড়ি যাবা, একটা কি দুটু মালোয়ারীর রুগী । ত্যাকুন নোকের দিকি তাকালিই বুজা যেতুক তার মালোয়ারী আচে কি নাই । হাজ্জিজ্জিরে (হাড় জিরজিরে) চিহারা আর প্যাটটা মুটা পিলে নাগা ।''

''হ্যাঁ হ্যাঁ'' - চাচার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া রজত বলিল, ''সিবারের সেই জয়বাংলার মতু । হাটময় নোকের চোক নাল টকটকে, হাতে একখান করে হলুদ ছোপা কানি ।''

চাচা এবার খোলা মনে হাসিয়া বলিল, ''ঠিক ধরিচিস । ঐ সেই মালোয়ারীই বল্ আর জয় বাংলাই বল, তারই মতু, অ্যাকুন সম্মাই ছি পি এন! যেদিকে তাকাবি দেকবি পায়প্যানের (পায়জামা) ওপর হাঁটু ঝুল পাঞ্জাবী, নম্বা নম্বা চুল আর কাঁদে একটা কর্য্যি ব্যাগ !''

চনা চাচার বক্তব্যকে যেন শক্ত করিতেই বলে, ''ও চাচা পায়প্যান আর হ্যানলুমের রঙ্গীল পাঞ্জাবী পরবি ন্যাতারা আর যারা এটুখন (একটুখানি) ন্যাতার ক্যাতায় চলে ।'' চাচা ঘাড় নাড়িয়া চনার মন্তব্য গ্রহণ করিয়া আমার উদ্দেশ্যে বলে, ''জানো বাপধন, ভুটের এজাল্ (রেজাল্ট) বেরুতি না বেরুতি (চাচা '৮৭-র বিধানসভা নির্বাচনের কথা বলিতেছে) ব্যাস ! বাজার হোনে সব ব্যাগ হাওয়া ! লাও, ইবার ঠ্যালা সামলাও !''

চনা বলিল, ''তা হলি চাচা তোমার সেই ছোলোকান (স্লোগান) কি বলে যেন ... হ্যাঁ, হ্যাঁ 'বন্দে কিলাম জিন্দামাতরম' ইবার ভালই কাটবি - না কি বলচু ?'' চাচা উত্তর দিবার আগেই রজত বলিল, ''বিল্বমই বাঁচে কিনা তার ঠিক নেই, তার আবার ছোলোকান ? বলে না সেই, 'নাইকু যার বিয়ের কনে, সে ক্যানে ব্যানারসী কেনে' ? আমি ভাবচি অন্য কথা ।'' সকলেই

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

রজতের দিকে তাকায়। রজত বলিতে থাকে, "এই মনে করুন দাদা, আমাদের চাচা বা আরু যে সব নোক সেই যোক্তফনের (যুক্তফ্রন্টের) সুমায় থেকে আজ বিশ বচ্ছোর ধরে নাল পাটি কচ্ছে, তাদের কি হবে ? তারা কি আর ত্যাতো ভালবাসা পাবে ?"

চাচাফোঁস করিয়া দুঃখের শ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর তোর ভালুবাসা ! বলে, 'নতুন নতুন তেঁতুলের বিচি, পুরুনু হলি বাতায় গুঁজি' ! মুনে কর আমি গিয়ি পাটির ছেকেটারীরে বুলবো, 'নখাই তোরে এ কামডা ক'দ্দিতে হবে' - কেন্তুক এইসব সিদিনকার কাঁদে ব্যাগ ঝুলার দল, তার বাড়ি গিয়ি মুরগী, সূয্যি কুমড়ু (মিষ্টি কুমড়ো), পটোল নেমিয়ে বুলবে, 'নক্ষোন্ (লক্ষ্মণ) দাদা, এই লাও ; বৌদি খেতি ভালবাসে শোনলাম' - ত্যাবেই বোজ ! এ্যাতো খাতিরে, এ্যাতো ত্যালে, মাতা ঠিক থাকে ? হুঁঃ 'নক্ষোন দাদা' - ওরে আমার বাবাকেলে (পৈতৃক) দাদারে," চাচা মুখ বিকৃত করিয়া তিক্তকণ্ঠে স্বগতোক্তির মত করিয়া বলে, "কেন্তুক দেক্‌বি চনা, ইসব বেনো জল বেশিদিন টিকতি পারবি না। সব ধান্দা খুঁজতি এসিচে।" - এই পর্যন্ত বলিতে বলিতে হঠাৎ চাচা হাসিয়া বলিল, "জানো বাপধন, বছোর ডেড়েক আগে পাটি হোনে এট্টা কিলাস (ক্লাস) করেলো। তাথে পাটির সব খটোমটো কতা বুললে। এট্টা মুদ্দা কতা বার বার বুলছেলো। সিডা ত্যাকুন বুজিনি, এ্যাকুন বুজতে পাচ্চি।"

রজত প্রশ্ন করে, "কি কতা চাচা ?"

"ডাঁড়া, কি য্যানো, ধান্দামুলুকে বস্তুবাদ - হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বটে ! আসুলে, ধান্দামুল্লুক, - মানে পাটির মুল্লুকে ধান্দাবাজের দল ঢুকি আসল বস্তু সব বাদ দিয়ি দেবে।" - চাচা বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করে। আমি না বলিয়া পারি না, "না গো চাচা, তানয় - কথাটা 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' মানে, যে কোন সঠিক পথে পৌঁছাতে গেলে ঠিক বেঠিক দুই মতের দ্বন্দ্ব, মানে তর্ক বা লড়াই হয়, আর তা থেকেই আসল বস্তুটা বেরিয়ে আসে।"

চনা টিপ্পনী কাটে, "দাদা, আপনি বুললেই তো হবে না, চাচা যিডা বুজেচে সিডাই ঠিক। ত্যাবে হ্যাঁ, চাচা যে ঠিক বুজেছে, আপনার কতাতেই তা পোমাণ হইচে।"

চাচা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চনার মুখের দিকে চাহিল। অর্থাৎ চনা চাচাকে পথে বসাইবে না গাছে তুলিবে, তাহা সঠিক অনুধাবন করিতে পারিতেছে না। তখন রজতই বলিল, "চনা দা' ব্যাপারডা খোলসা করে বলো দিনি, চাচার কতাডা বুজা যাক !"

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

চনা বলিল, ''ক্যানে, বস্তু মানে তো মাল মাটি, তার মানে ধরো টাকা পয়সা, ইলিপের (রিলিফের) কি মাটি কাটার গম - না হয় চাকরি বাকরী, কন্‌টাক্‌টারী - এইসব তো ! তা এসবের নেগে দ্বন্দ্ব, মানে নড়াই হইচে কিনা - বলো ! তাহলি দাদা যা বুলচে, সেই কতাই হলু, বস্তুমূলোক দ্বন্দ্ববাদ - অর্থাৎ কিনা মাল মাটির ধান্দায় মারামারি ! না কি বলচু, চাচা ?'' চনার এই অপূর্ব ব্যাখ্যায় আমি রোমাঞ্চিত না হইয়া পারি না । চাচা ইতোমধ্যে, ''বলিহারি বিটা,'' বলিয়া একলাফে উঠিয়া চনাকে জড়াইয়া ধরিল ।

রজত বলিল, ''চাচা, তুমিও তো ধান্দার নেগেই এ পাটি কচ্চু, না কি ? তুমি তো নিজেই বলো যে, তুমি গরমেন্টাল পাটির নোক !''

চাচা স্বীয় বক্ষদেশে সবলে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, ''আলবাৎ গরমেন্টাল পাটির নোক ! দ্যাক্ অজত, আমরা হলাম গিয়ি সাবেক (পুরাতন) নোক, - সেই বিটিশ আমল হোনে গরমেন্টাল পাটি করো আসচি । আমাদের বুদ্দির কাচে বেনো জল ডাঁড়াতি পারে রে ?''

চনা বলিল, ''তা তোমার বুদ্দিডা বাতলাও ।''

চাচা এবার গম্ভীর ভাবে কহিল, ''দৌড়, বুজলি রে, দৌড় !''

রজত বলিল, ''দৌড়ে উদের আগে ধান্দা মুল্লুকে গিয়ি পৌঁছাবা, না-কি ?''

চাচা বলিল, ''এই না হলি তোর মগোজের দৌড় ?''

''ব্যাপারডা খুলাসা করেই বলো ক্যানে,'' চনার সাগ্রহ অনুরোধ ।

এইবার চাচা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে দাড়ি চুমরাইয়া চারিপাশে সমবেত কৌতুহলী শ্রোতৃবৃন্দের উপর চোখ বুলাইয়া কহিল, ''খরার দৌড় ! জানো বাপধন, বুদ্ধিডা প্যালাম রবিশ্যি (অবশ্য) টি বি (টিভি) হোনে । হুই যে, সেই পচ্ছিমের কুন দ্যাশে খরা হয়েলো (চাচা আফ্রিকার খরার কথা বুঝাইতে চাহে), তার নেগে দ্যাশ বিদেশে নোক সব দৌড় দিলু ! তা পারে সেই হলদিয়া না কমনে কি হলু - সব দৌড়ালু ! আবার সম্মাই মিলে দৌড়ে ওবি ঠাকুররে (রবি ঠাকুর) বিশ্যি কবি বেনিয়ে দিলু ! তা থেকেই রায়ডিয়া (আইডিয়া) গ্যানডা এলু !''

চনা প্রশ্ন করে, ''কুথাকার খরার জন্যি দৌড়াবা ?''

''ক্যানে, সেই কালাহাঁড়ি (কালাহান্ডি), তা বাদে আরু সব কমনে কমনে খরা হইচে - কিচুই জানিস নে, শুদুই খপোরের কাগজগুনু চিনির বলদের মতু বয়ে বেড়াস !'' - চাচা বেশ বিরক্তির সহিতই বলে । চনার দোকানে

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

তাবৎ গ্রামের গ্রাহকবর্গের খবরের কাগজ বাস হইতে নামাইয়া দেয়, চাচা সেই ইংগিতই করিল। অতঃপর চাচা আবার শুরু করিল, "এ্যাতোকাল মিচিল কর্যে, হাত পা ছুঁড়্যে, গলা ফেটিয়ে চীচ্কার (চীৎকার) কর্যে কর্যে আর ঐ পুরুনু ফেশান পচোন্দ হইচে না। নোকেও আর গিরাহ্যি করে না জানলি, বরন বিরক্ত হয়ি গাল দেয়। এই দৌড়-এর ব্যাপারডা বেশ নোতোন রকম, সম্মাই হাঁ করি দেখবি, দলে চাড্ডি নোকও হবে। তাপারে মুনে কর, এ্যাদ্দিন যা হইচে, সবই বড় বড় টাউন হোনে। কেন্তুক আমরা করবু গাঁ হোনে। ভিন গাঁ দিয়ে যাবার সুমায় সে সব গাঁ হোনে নোক এনি দল বাড়তি থাকবি। নরি (লরি) কর্যে নাচ-গানের দল ছুমুতে-পেছুতে-ভোগে (সামনে পেছনে মধ্যে) সাতে সাতে চলবি - সে একখান ছেরেকেল্লা কান্ড বেদিয়ে দোব, দ্যাক ক্যানে!"

"ছোলোকান কি থাকবি?" - রজত নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"দৌড়ুলি আবার ছোলোকান কিসির? ঐ 'মানতি হবে - দিতি হবে, কেনদো সরকার জবাব দ্যাও' শুনতি শুনতি নোকের ঘিন্না ধরি গিয়িচে বুলেই তো, দৌড় আর নাচ-গান!" - চাচা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে, "তা বাদে মুনে কর, আজীবের (রাজীবের) দিনও মুনে হয় ফুরিয়ে এলু। বফর্চের (বফর্স) বেতুল ফচ্ করি খুলে গিইচে! কংগেছ তো এ্যাকুন দাফনের দিন গুন্চে রে! ইবার জতি বোস বাদে আর পুরুষডা কে আচে, যে কেনদো সামলাতি পারে? তাথেই আর বেশি 'কেনদো দুষী, কেনদো দুষী' বুললে, শ্যাষে নিজিদিরই বাঁশ হই যাবে!"

"কেন্দ্রে গেলি তখন কারে দুষবা?" রজত আবার এক বেকায়দার প্রশ্ন করিয়া বসে। কিন্তু চাচাও দমিবার নহে। উত্তরটা যেন প্রস্তুতই ছিল, "ক্যানে, আমেরিকান-পাকিস্তান-চীন, -- দুষীর কি অভাব আচেরে খ্যাপা? এক উশ (রুশ) দ্যাশ বাদে যারে তারে ডেঁড়িয়ে গাল দে ক্যানে, ঠিক খেটি যাবে!"

চনা প্রশ্ন করে, "তাহলি এই যে দৌড়ি আসচু, ইডাকি তারই রিয়াসিল (রিহার্সাল)?" চাচা স্মিত হাসির সহিত সজোরে ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বাচক ইঙ্গিত করে।

এবারে রজত যেন এক মোক্ষম প্রশ্ন ছুঁড়িয়া দেয়, "কেন্তুক চাচা, খরার জন্যি না হয় দৌড়াবা, আর নিজির আজ্যে (রাজ্যে) যে বান হইচে, তার জন্যি করবা ডা কি?"

"ক্যানে পাটির অপিসে বসি সিদিন তো সব ঠিক হই গিইচে।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

কার কার ঘর ভাঙ্গবি, কার পাট ভাসবি, কার কডা গরু ছাগোল মরবি - স-অ-ব নিষ্টি হই গিইচে ।'' -- চাচা গড়গড় করিয়া বলিয়া চলে, ''এগুতে কংগেছ করায় যারা বানের সাহায্যু পেতুক না, ইবার পাটিতে আসায় তাদেরু অ্যানেক নোক পাবি ! ডাঁড়া না দ্যাক, ইদিক পানে বান আসতি যা দেরী ! ইবারের পুঞ্চায়েৎ ভুটে আর কুনু সুমুন্দীরে জিততি হবে না ! জানো বাপধন, এজেল (চাচার পঞ্চায়েত সদস্য পুত্র রেজাউল) বুলছেল, বানের পরই একখান ভুটভুটি ছাইকেল কিনবি - ঐ যি, সেই আজদূত না যমদূত কি বলে - তাই!'' চাচা এইবার দ্বিতীয় কাপ লেবু চা চাহিয়া একটি বিড়ি ধরাইল ।

রজত জোঁকের মত লাগিয়াই থাকে, আবার প্রশ্ন করে, ''ওগো, আমি সেসব ইলিপ-মিলিপের কথা বলচি নে - বলচি, বানের জন্যি দৌড়াবা কি না !''

চাচা এবার আমাকে সাক্ষী মনিয়া বলে, ''দ্যাকো দিনি বাপধন, হারামজাদার বুদ্ধি ! আরে খরার শুকনু ড্যাঙ্গা - দৌড় দিয়া যায়, বানে দৌড়াবি কিরে ? এ্যাঁ ? ত্যাবে হ্যাঁ, পেলান (প্ল্যান) এট্টা বানের জন্যিও আচে । কেন্তুক সিডা তুমার গিয়ি চাচী বৌদির পেলান ! এ্যাকুনই বুলবো ?'' - বলয়া চাচা সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে মুচকি মুচকি হাসিয়া সকলের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল ।

সকলে সমস্বরে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, ''বলো, চাচা, বলো ।''

চাচা, যেন এক গভীর রহস্য নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রকাশ করিতেছে, এরূপভাবে কহিল, ''বুললে বুলবে বুলচে, না বুললে বুলবে বুলচে না - নিহাতই য্যাকুন শোনবা, ত্যাবে বুলেই ফেলি । জানলি চনা, তোর চাচী বৌদি, বুদ্দিডা বের কদ্দিয়ে গিদেরে (অহংকারে) তার আর মাটিতে পা পড়চি না ! এই মুনে কর ইখান থেকি বেড়িয়ি ব্যালডাঙ্গা, ভাবতা, বরোমপুর, তাপারে বিরিজ (গঙ্গার ব্রীজ) পেরিয়ি পাকা বড়ো আস্তা (৩৪ নং জাতীয় সড়ক) ধরি এক্কিবারে ফারাক্কা - ব্যাস খরা শ্যাষ ! ইবার শুরু হলু বান ! কেন্তুক দৌড় লয় ইবার !'' বলিয়া চাচা রহস্য বাড়াইতে আবার থামিল ।

রজত বলিল, ''ইবার কি হাঁটা ?''

চাচা রজতের নির্বুদ্ধিতায় করুণা প্রকাশ করিয়া বলিল, না রে গাধা, না । ইবার ঝপাং করি 'ইনসাল্লা' বলি গঙ্গায় ঝাঁপ ! বানের জন্যি হলু সাঁতার - কি বলে য্যান - হ্যাঁ, গণো সাঁতার ! গণো দৌড়ির পর ! ব্যস, সাঁতরাতি সাঁতরাতি এসি বরোমপুরে আদার ঘাটে (রাধার ঘাট - বহরমপুরের অন্যতম গঙ্গার ঘাট) এসি ইস্টপ (স্টপ) ! যারা নরিতে নাচ-গান কত্তি কত্তি গিয়েলো,

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

তারাউ লৈকোয় (নৌকায়) করি ঐ সব কত্তি কত্তি ফিরবি । তা পারে, ফুলের মালাটালা নিয়ি, জানলি চনা, তোর চাচী বৌদির লেগে এক হাঁড়ি ছানাবড়া নিয়ি ব্যস ! পেলানডা ক্যামুন বল দিনি ?''

রজত বলিল, ''বানের ছানাবড়া ডা, তুমার এজেলের বানের যমদূত গাড়ীতে করি আনতি পাল্যি - তুমার পোমোশন (প্রমোশন) ঠ্যাকায় কুন শালা !''

চাচা কপট ক্রোধে রজতের প্রতি চপেটাঘাত উস্কাইয়া কহিল, ''ফের ! দেখবি হারামজাদা ! পরের ভালু দেখতি পারিসনে, এই দুষেই তো মল্লি !''

[অনীক পত্রিকার (এপ্রিল, ১৯৮৮) সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।